চরৈবেতি

১৪২৬ বঙ্গাব্দ
সপ্তদশ বর্ষ
ষোড়শ সংখ্যা

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
সংস্কৃত বিভাগ

চরৈবেতি

১৭তম বর্ষ ● ১৬তম সংখ্যা ● আগষ্ট ২০১৯

'যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব'
(শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র-৩)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
সংস্কৃত বিভাগ

২৮শে শ্রাবণ, ১৪২৬
১৪ই আগষ্ট, ২০১৯

প্রকাশনা ঃ
সংস্কৃত বিভাগ
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

সংস্কৃত বিভাগ ঃ
শ্রীমতী রুমা রায়
শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত
শ্রীমতী সংঘমিত্রা মুখার্জী
ব্রহ্মচারিণী প্রাচী

মুদ্রক ঃ
সাহা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৮৩১১১৫১৫২
৫০৭/৮৭, যশোহর রোড, দেবেন্দ্র নগর,
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৪

সম্পাদকীয়ম

সকলং বিঘ্নাদিকমুল্লঙ্ঘ্য সপ্তদশী সঞ্জাতা অস্মদীয়া পত্রিকা চরৈবেতি। তস্যাঃ সার্বিকী শ্রীবৃদ্ধিঃ অস্মাকং কাম্যা। বিভাগীয়ার্যাণাম্ ছাত্রাণাং চ সাহচর্যেণ লক্ষ্যোহয়ং সাধিতঃ। অস্যা গতিঃ হি ভবতু নির্বাধা - ইয়মেব প্রার্থনা।

সূচীপত্রম্

		পৃঃ
১।	বিদ্যাভবনের সংস্কৃতদিবস	১
২।	জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা	২
৩।	আনন্দ চিত্ত মাঝে	৪
৪।	সার্থক জনম	৫
৫।	সংস্কৃত পঠনীয়ং কথম্ ?	৬
৬।	অন্তর্জালপ্রভাবঃ	৮
৭।	পরিবেশ দূষণং প্রতিকারশ্চ	৯
৮।	কম্পিউটারম্	৯
৯।	ঋতুবৈচিত্র্যম্	১০
১০।	বেদ	১১
১১।	সুরসঙ্গীতম্	১২
১২।	মনুমতে রাজা	১২

বিদ্যাভবনের সংস্কৃতদিবস

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের বর্ষব্যাপী বিভিন্ন গর্ব দিবসের অন্যতম আনন্দময় দিন হল সংস্কৃতি দিবস / সংস্কৃত-দিবস। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকি কবে এটি অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের ছাত্রীরা শিক্ষিকামন্ডলীর প্রেরণায় মঞ্চে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে - এটি বড়ই গর্বের বিষয়। দেবভাষায় নানা রচনায় সমৃদ্ধ একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় এই উপলক্ষ্যে । অধ্যাপিকাবৃন্দের সহায়তায় সেটি মুদ্রিত সাময়িক পত্র 'চরৈবেতি' নামে পরিচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ দেবভাষাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠে বেদ মন্ত্র ও পৌরাণিক স্তোত্রাদি শ্রবণে কিছু না বুঝেও শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হতেন পাশ্চাত্যে । অবশ্য জাতি তৎপরতায় স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বচনাদির ইংরেজী তর্জমা শুনিয়েও তাদের অধ্যাত্মসম্পদে ধনী করে দিতেন। সেই বহু মানিত, অতি গৌরবাকর দেবভাষার চর্চাও পূজায় ব্রতী সকলের ওপর মাতা সারদা সরস্বতীর কৃপা বর্ষিত হোক - এই আমার প্রার্থনা।

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জীবনের ধন যাবে না কিছুই ফেলা, পথের ধুলায় যত হোক অবহেলা। পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে"। আমাদের জীবন সীমিত। কাল নিরবাধ। সকলেই আমরা কালপ্রবাহে আসি যাই। তখন ভাবতে পারিনা জীবনের সঞ্চয় কিছু পড়ে থাকে। সবই তো জীবনাবসানে হারিয়ে যায়। 'জীবন, যৌবন ধন মান' সবই তো ক্ষণিক নশ্বর। তাহলে কবির এই ধারণার সমর্থনে কি বক্তব্য রাখা যায়! কারণ অপূর্ণতাই তো জগত ও জীবনের সত্য। কোন বস্তু, কোন জ্ঞানকেই পূর্ণ বলা যায় না। পূর্ণতার ধারনাই আমাদের নেই, কারণ আমাদের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি যার দ্বারা আমরা জ্ঞান অর্জন করি, সবই সীমিত শক্তি ধরে। অসীমকে ধরতে অপারগ।

তবে মানবজীবেনর ধন তো জড়বস্তু নয়, কালসীমাও নয় যে দীর্ঘকাল ধরে জীবন যাপনটিও মানবের পক্ষে সম্পদ বলে গণ্য হবে। জীবনের 'ধন' বলে গণ্য হতে পারে সেইসব 'ভাব' বা ideal গুলি যা চেতনার উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে মানবসমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। পাশবজীবন থেকে সরিয়ে এনে তাকে মনুষ্যত্বে ও দেবত্বে উন্নীত করে দিয়েছে। এই idea's বা ভাবগুলিই মনুষ্য জীবনের সম্পদ।

সকলেই বা সাধারণ মানুষগণ যে এই সব মহৎ চিন্তারাশি যেমন দয়া, ক্ষমা, নিঃস্বার্থপরতা নিষ্কাম সেবা ভালবাসা, দেশপ্রেম বা জাতীয়তার আদর্শ - ইত্যাদি নিজেদের মধ্যে প্রথম থেকেই generate করতে পারে, তা নয়। এই সব আদর্শ ভাবগুলি যাঁরা জীবনে মূর্ত করেছেন, বিশ্বে যাঁদের আমরা 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিয়ে থাকি, তাঁদের জীবনযাপন, কর্ম, ইতিহাস ধরে রাখে। সেগুলিই প্রেরণারূপে আমাদের মনে এসে হাজির হয়, পাঠ, প্রবচনের মাধ্যমে। তাকেই আমরা 'শিক্ষা' বলে থাকি। মহাকালের প্রবাহে সব ভেসে গেলেও এগুলিকে সে মুছে দিতে পারেনা; এগুলি অবিনাশী, কারণ যে চৈতন্যসত্তা এই জগতের কারণ, তিনি কালকে অতিক্রম করে আছেন। তিনি পূর্ণ, তিনিই একমাত্র পূর্ণ, তাঁর থেকেই শ্রেষ্ঠ মানবিক ভাবগুলি, যাকে মানব মনের 'ধনসম্পদ' বলা যায়, সেগুলি উদ্গত হয়েছেন এগুলি 'পূর্ণ' থেকে এসছে, তাই 'পূর্ণের পদপরশ' তাদের উপরে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে তিনি এমন একটি যন্ত্র যেন আবিষ্কার করতে চেয়েছেন যা মানুষের কাছে তার উদ্দিষ্ট মহাজীবনের শ্রেষ্ঠ বা দিব্য ভাবগুলি বিতরণ করবে। 'যন্ত্র' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে অর্থাৎ একটি 'mechanical device' রূপে ধরলে হবে না; এখানে কতকগুলি আদর্শ, চরিত্রবান মানুষ তৈরীর কথাই তাঁর সদা জাগ্রত জাতীয় কল্যাণ চিন্তায় অঙ্গীভূত ছিল।

পৈত্রিক সম্পত্তি যেমন বংশের সন্তানবৃন্দ বংশ পরম্পরায় ভোগ করে, তেমনি উচ্চ উচ্চ চিন্তারাশি যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, ধরে রাখে মনুষ্যত্বে। 'ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নই'।

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

আনন্দ চিত্ত মাঝে

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রসেবশে সন্ন্যাসী। আনন্দের হাটবাজার বসিয়ে দিতে পারতেন নিজের চারপাশে, আবার আত্মচিন্তায় গভীর ধ্যানে পরক্ষণেই ডুবে যেতে পারতেন। তাঁর রঙ্গরসের একটি দুটি মণিমুক্তা আমরা স্মরণে আনতে পারি। তখন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আছেন গাজিপুরে। সেখানে ছিলেন এক ভদ্রলোক যাকে লোকে ঠাকুর্দা বলত। তিনি সরকারী কর্মচারী, কিন্তু গাঁজা - গুলিতে সিদ্ধপুরুষ। তাকে কোনো কথা বলতে গেলেই তিনি বলতেন যে তিনি সব জানেন। একদিন তরুণ বিবেকানন্দের সাথে দেখা করতে এসেছেন ঠাকুর্দা। তিনি বেদ শুনতে আগ্রহী জেনে স্বামীজী তাকে সামনে রেখে বেদপাঠ শুরু করলেন, 'কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম - এই হল বেদের প্রথম সূত্র।' বেদের নাম শুনেই ঠাকুর্দা কান্না জুড়ে দিলেন। ব্যাখ্যা চলতে লাগলো - 'আহা কি পদলালিত্য। কি শব্দবিন্যাস। কি ভাবপূর্ণ শ্লোক'। বিবেকানন্দ চেয়ারে বসে আছেন আর ঠাকুর্দা সামনে বসে উপু হয়ে বেদব্যাখ্যা শুনে হাপুস নয়নে কাঁদছেন, সেই দৃশ্য দেখে কেউই হাসি সামলাতে পারে নি সেদিন।

১৯০০ সালের একেবারে শেষে প্রচন্ড শীত আর তুষারপাতের মধ্যে স্বামীজী চলেছেন আলমোড়ায়। ডান্ডী নিয়ে চলেছে যারা তাদের কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পা পিছলেও যাচ্ছে। স্বামীজী তাই তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এদের মধ্যে একজনের সমগ্র চন্ডী মুখস্থ ছিল। সে বিশ্রী উচ্চারণে চন্ডীর সংস্কৃত অদ্ভুত সুরে পাঠ করে শোনাতে লাগলো। স্বামীজী তাকে আরও পাঠ করার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে 'পন্ডিতজী' সম্বোধন করতে শুরু করলেন। তখন সেই ডান্ডীবাহকের ফুর্তি দেখে কে। স্বামীজীকে মনের কথা বলেই ফেললো যে তার কয়েকটি বিয়ে হয়েছিলো, কিন্তু প্রতিবারই বৌ এরা মারা গেছে। এবারে স্বামীজী তাকে প্রশ্ন করলো যে সে আবার বিয়ে করতে রাজি আছে কিনা। রাজি তো সে খুবই, কিন্তু যৌতুকের টাকা কোথায়? স্বামীজী বললেন, 'ধর সে টাকা যদি আমি দিই।' এবারে তো সে আনন্দে দিশেহারা। মা চন্ডীর কৃপা একেই বলে। সে সেই ভয়ঙ্কর তুষারপাতের মধ্যেই ঘন ঘন স্বামীজীকে প্রণাম করতে শুরু করলো।

আনন্দের সন্তান বিবেকানন্দকে একবার পাশ্চাত্যে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে এত হাসিখুশী কেন ? স্বামীজী জানিয়েছিলেন যে তার তো পেটব্যাথা হয় নি যে মুখগোমড়া করে থাকবেন। যিনি 'রসৌ বৈ সঃ' কে উপলব্ধি করেছেন, রসস্বরূপের বিচ্ছুরণ দেখা যাবে তাঁর জীবনের অঙ্গেপ্রত্যঙ্গে, এতে আর আশ্চর্যের কি ?

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

সার্থক জনম

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।
জানি তোর ধন রতন, আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়াল,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়নশেষে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাবানুবাদঃ

ওঁ দেশেহস্মিন্ সার্থকং জন্ম।
সার্থকং জন্ম তবানুরাগে।
জানামি ন তে রাজরত্নাকরম্
ছায়ায়াং তব পরং মম অঙ্গসুখম্।।
জানামি ন কস্য কাননস্য সুরভিঃ বিচালয়তি এবম্।
আকাশে কস্মিন্ উদেতি ইন্দুঃ মন্দং মন্দং হসন্ ।।
তেজঃ তব মম প্রথম নয়ননন্দনম্।
তেজঃ পশ্যন্ মম অন্তিমনেত্রনিমীলনম্ ।।

ব্রহ্মচারিণী প্রাচী

সংস্কৃত পঠনীয়ং কথম্ ?

ব্রহ্মচারিণী স্বাতী

ভাষাসু মুখ্যা মধুরা দিব্যা গীর্বাণভারতী।
তস্যাং হি কাব্যং মধুরং তস্মাদপি সুভাষিতম্।।

অদ্যতনার্থ প্রধানসমাজে সংস্কৃতপঠনং ভারতে (ন তু বিদেশেষু) ন্যূনীভবতি যতঃ মন্যতে যৎ পুরাতনভাষা কদাপি আধুনিকমানদন্ডং পূরয়িতুং ন শক্নোতি - ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করচণে - উক্তমপি প্রসঙ্গভেদেন। কিন্তু ভারতীয়াঃ তু কদাপি ভারতীয়সংস্কারেভ্যঃ হি গন্তুং ন শক্নুবন্তি। তেষাং ভারতীয়রক্তম্ অজ্ঞাতেন সক্রিয়ং সংস্কারমধ্যমেন জন্মতঃ মত্যুপর্যন্তম্ । কদাপি কদাপি অনিচ্ছন্তোহপি আধুনিকাঃ মানবশরীরস্য বিভিন্নসংস্কারেষু সংস্কৃতভাষাম্ আশ্রয়ন্তে বিধিজ্ঞানাং সাহায্যেন।

পরং কিং সংস্কৃতং কেবলম্ একা ভাষা অন্যভাষাতুল্যা ? কথং সংস্কৃতম্ এব দেবভাষা ? ভগবান্ কিং সংস্কৃতেন বিনা ভক্তস্য আর্তনাদং ন শৃণোতি ? পুরা অপি অনেকে বিদেশযাত্রিণঃ সংস্কৃত গ্রন্থলিপ্সয়া কথম্ আগচ্ছন্ ভারতম্ ? কথম্ আক্রমণ কারিণঃ ভারতস্য সাহিত্যম্ এব লক্ষীকৃত্য বহুধা বিনষ্টবন্তঃ ? কথং নৈকাক্রমণানাং পশ্চাদপি ভারতং জীবতি ? কিং তস্য ভূমিকা বিশ্বপটে ? কথং ভারতং সংস্কৃতজ্ঞানম্ একাস্মিন বিশিষ্ট জনসমূহে সংরক্ষিতবৎ ? কথং বিদেশিশাসনং বহুকষ্টেন বহুধনেন চ সংস্কৃত সাহিত্যম্ অবধারয়িতুম্ অভাবনীয়প্রচেষ্টাং কৃতবৎ অধুনাপি চ করোতি ? কেন প্রকারেণ গুহাসু পর্বতেষু বনেষু নিহিতং প্রচ্ছন্নগুপ্তং সংস্কৃতজ্ঞানং সমাজে বিকীর্ণং জাতম্ ?

সুধীসমাজেন ইদং সর্বং মন্তব্যং নিদিধ্যাসিতব্যং চ। যতঃ দেশস্য ইতিহাসঃ মম ইতিহাসঃ। কিং বয়ং স্বমাতুঃ নিজপিতুঃ বচ সম্বন্ধে জ্ঞাতুং বক্তুং বা অনিচ্ছুকাঃ লজ্জিতাঃ বা ? অতঃ কথং বয়ং সংস্কৃতেন সর্বাবিধাং রাষ্ট্রিয়সম্পত্তিং ন জানীমঃ ? অস্মাকং পূর্বজাঃ গোত্রাঃ ঋষয়ঃ যয়া ভাষয়া নিজাপরোক্ষনুভূতিঃ লিপিবদ্ধং কৃতবন্তঃ - তৎ অস্মাভিঃ জ্ঞাতব্যং রাষ্ট্রিয়কর্তব্যরূপেণা এষা বিদ্যা অব্যাজেন অর্জনীয়া। ন তু করণীয়া ধনস্য চিন্তা যতঃ মনুষ্যস্য, আবশ্যকতাঃ অল্পাঃ পরং কামাঃ অসংখ্যাঃ। উচ্যতে চ - পাত্রত্বাৎ ধনম্ আপ্নোতি।

যুগনায়কঃ স্বামিবিবেকানন্দঃ এব পন্ডিতেভ্যঃ সংস্কৃতজ্ঞানং সংগৃহ্য সমাজে সর্বেভ্যঃ প্রদত্তবান্। সঃ স্বয়ং সংস্কৃতভাষাদক্ষঃ, স্তোত্রাণাং রচয়িতা, সংস্কৃতেন রহস্যজ্ঞানস্য উপভোক্তা চমৎকারী চ প্রচারকঃ দেশে বিদেশেষু চ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্যপ্রত্যাবর্তনকালে মাদ্রাজে তত্রত্যজনতাং সম্বোধয়ন্ সঃ ভারতস্য ভবিষ্যম্ (the future of India) উক্তবান্ -

" Sanskrit education must go on because the very sound of Sanskrit words gives a prestige and a power and a strength to the race... . It is culture that withstands shocks, not a simple mass of knowledge. The only way to raise your condition is to study Sanskrit ... Why do you not become Sanskrit scholars? Why do you not spend millions to bring Sanskrit education to all the castes of India ?... Sanskrit and prestige go together in India."

কিং বহুনা - জয়তু ভারতং, জয়তু সংস্কৃতম্।।

অন্তর্জালপ্রভাবঃ

অনন্তর্জালং বিনা অস্মাকাম্ অদ্যতনজীবনম্ অবিচার্যম্। যৎ সভ্য পৃথিব্যাঃ বহু কিঞ্চিৎ অন্তর্জালেন যুক্তং লিপিবদ্ধং চ। আত্মপরিচয়ঃ, ধনস্য আযব্যমৌ বা, ভ্রমণস্য ক্রমস্থিরীকরণং বা, পথজ্ঞানং বা, দূরভাষা বা, দূরদর্শনং বা বস্তুব্রায়ণং বা - সর্বম্ অন্তর্জালেন সম্ভবতি। নবদশশতকে বাষ্পশক্ত্যা যন্ত্রচালেনং বিপলবকারি বৃহৎপরিবর্তনং চ কিন্তু অন্তর্জালং সংগঠিতবিপ্লবঃ পরিবর্তনং বা গরিষ্ঠম্।

ইতিহাসঃ সমানযতি যৎ আবিষ্কারস্য প্রগত্যা সহ অন্ধকারঃ অপি বর্ততে। জনাঃ শোভনতত্ত্বাৎ অকল্যাণকরমূল্যানি আবিষ্কুর্বন্তি। যথা অমৃতমন্থনাৎ উদ্ভূতং বিষং পৃথিবীং সম্মোহয়তি স্ম। অন্তর্জালস্য ক্ষেত্রমপি তথৈব।

অন্তর্জালস্য অপব্যবহারস্য কথাং বয়ং বহু পশ্যামঃ জানীমঃ চ। বস্তুবাদী দৃষ্ট্যা অন্তর্জালম্ অভাবনীয়ানি বিভিন্নাপরাধকার্যানি বর্ধযতি এব। কিন্তু ভাববাদিদৃষ্ট্যা অন্তর্জালস্য 'সোশালসাইট' ইতি সামাজিকবিস্তার মাধ্যমেন অপব্যবহারঃ অধিকাং ভবতি। অয়ং ন তু অকস্মাৎ অপিতু গুপ্তভাবেন অস্মাকং মনোগত্যাঃ দীর্ঘশ্যাতিং সাধয়ন্তি।

বয়ং প্রতিদিনং দুঃখানি অভিমুখীকৃত্য আত্মনং হীনং মন্যামহে। পরং অন্তর্জালে অস্মাকং পংক্তিদ্বয়স্য ছবিচতুষ্টযস্য বা। সপদি বহু প্রশংসা ভবতি। সর্বে অস্মাকং মতামতে পটিত্বা বিপক্ষে স্বপক্ষে চ যুক্তিপূর্বম্ আলোচয়ন্তি। তত্র অহং গুরুত্বপূর্ণঃ। সর্বে মম কথাং শৃন্বন্তি পঠন্তি চ অন্তর্জালস্য মাষিবাজগতি। পরং এষ নীরবে সর্বনাশপ্রারম্ভঃ। যতঃ প্রশংসা গুরুত্বমোহঃ বা দ্বিপাশ্চিকা। মনুষ্যঃ বিবেকহীনঃ ভূত্বা সাধুম্ অসাধুং বিস্মরতি। অন্তর্জালস্য প্রভাবে মনুষ্যঃ সর্বস্য সামাজিকবন্ধ নানি ছিনন্তি অনেকে পীড়িতাঃ অনেন রোগেণ। তে মনুষ্যেণ সহ সাক্ষাৎসংযোগং বিহায় - অন্তর্জালমগ্নঃ।

বন্ধুবর্গস্য আনন্দং দৃষ্টা মনুষ্যঃ আত্মনং নিম্নং মন্যতে। ততঃ চ নিঃশব্দেন মানসিকচিন্তা অস্বস্থ প্রতিযোগিতা চ ছায়া এব। মনুষ্যঃ শরোশ্যেন কুকথাং লিখতি পরং ন তু কদাপি সত্যং প্রত্যশ্চীকরোতি।

জীবনং তু শারীরিকমানসিকস্বাস্থম্। অতঃ সতর্কবিবেকেন সহ অন্তর্জালং প্রয়োজনীয়ম্।

মৃন্ময়ী বেরা
ঋত্বিষা ঘোষ
সুজাতা দাস
দ্বিতীয়ঃ বর্ষ

পরিবেশ দূষণং প্রতিকারশ্চ

অস্মান পরিতঃ যৎ তদেব পরিবেশঃ। তস্য দূষণম্ পরিবেশদূষণম্। অস্মাকম্ অগ্রগতিনা সহ পরিবেশঃ কলুষিতঃ ভবতি। শুদ্ধঃ বায়ুঃ অশুদ্ধঃ ভবতি। নির্মলং জলং দূষিতং ভবতি। শস্যক্ষেত্রে কীটনাশকপ্রয়োগেন ভূমিদূষণং ভবতি। যানবাহনস্য তীক্ষ্ণশব্দেন শব্দদূষণং ভবতি। পরিবেশদূষণেন মনুষ্যাঃ রোগগ্রস্তাঃ ভবন্তি। দূষণরোধার্থং বৃক্ষরোপণম্ বনসৃজনম্ নদীসংস্কারঃ শব্দস্য পরিমিতঃ ব্যবহারঃ অস্মাভি অবশ্যকরণীয়াঃ।

কম্পিউটারম্

আধুনিকবিজ্ঞানস্য পরমাশ্চর্যম আবিষ্কারং কম্পিউটারম্। অধুনা কম্পিউটারস্য যুগঃ। চার্লস ব্যাবেজঃ নাম গণিতজ্ঞঃ কম্পিউটারস্য আবিষ্কারকঃ। অধুনা গৃহেষু, কার্যালয়েষু, বিদ্যালয়েষু, অর্থলগ্নি স্থানেষু, বিবিধেষু কর্মস্থলেষু অস্য ব্যবহারঃ দৃশ্যতে। অনেন জটিল-গণনং অতিদ্রুতং সম্পাদতে। অধুনা তু এষ পুস্তকমুদ্রনম্, চিত্রাঙ্কনম্, অর্থসঞ্চয়ম্, তথ্যপ্রকাশম্, বার্তাগ্রহন- প্রেরনম্ ইত্যাদিকং বিবিধকার্যং দ্রুতং সম্পাদয়তি। অতঃ আধুনিক জীবনে এষঃ অপরিহার্যঃ।

অনন্যা ভট্টাচার্য্য

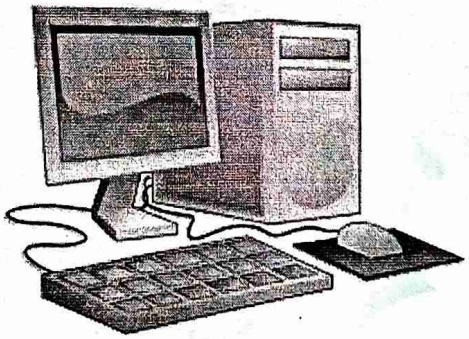

ঋতুবৈচিত্র্যম্

ভারতবর্ষে ষন্নাম্ ঋতুনাং বৈচিত্র্যং সর্বত্র অনুভূয়তে য়ত্ সর্বেষাং মনো হরতি। তে চ গ্রীষ্মঃ, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তঃ, শীতঃ, বসন্তঃ। শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ, গ্রীষ্মো বর্ষা শরদ্ধিমঃ । ভারতবর্ষে ষন্নাম্ ঋতুনাং চক্রং ন্যায়েন আবর্তিতম্। ঋতু পরিবর্তনেন সং প্রকৃত্যাঃ বিবিধপরিবর্তনম্ অপি ভবতি। ঋতুবৈচিত্র্যং বিবিধনাম্ উৎসবানা ভিত্তিভূমিং রচয়তি। যতঃ খাদ্য-পানীয়-বাতাসবিনা নরাঃ জীবিতুং ন শকুবন্তি ততঃ ঋতুবৈচিত্র্যং মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণম্। যথা সংস্কৃতস্য অমৃতরসঃ সর্ব ভাষাসমূহং সমৃদ্ধং করোতি তথা ঋতুবৈচিত্র্যং প্রকৃত্যাঃ রূপসৌন্দর্যং বর্ধয়তি। ভারতবর্ষে ষন্নাম্ ঋতুনাং মধ্যে গ্রীষ্মকালঃ অন্যতমঃ। যদ্যপি গ্রীষ্মে প্রখরদাবদাহেন প্রকৃতিঃশুষ্কা জাতা, তথাপি দিবসস্য পরিণামঃ ব রমণীয়ঃ দৃশ্যতে। প্রখরদাবদাহে মনুষ্যানাং তথা ন চ ইতর প্রাণিনাম্ অবস্থা আকুলা ভবতি। বর্ষাকালে বৃষ্টিবাদলে পুষ্টং ভূত্বা প্রকৃতিঃ পূর্ণযৌবনারুপং রিক্তম ভবতি। অতঃ বর্ষাঃ বিনা জীবনং শুষ্কং ভবতি। অতঃ বর্ষা কাম্যাঃ ভবন্তি। বর্ষাসু মেঘগজনং শ্রুত্বা ময়ুরাঃ সানন্তং নৃত্যন্তি। ভাদ্র - অশ্বিনৌ ইতি দ্বৌ মাসৌ শরৎকালঃ। শরদি ভবতি দুর্গামহোৎসবঃ। শরৎকালে প্রকৃতিঃ সুসজ্জিতা ভবতি। রামায়ণে তথা চ অন্তেষু কাব্যেষু শরদ্বননং প্রায়শঃ উপলভ্যতে । সজলঃ সফলঃ ঐশ্বর্যপূর্ণঃ শরৎকালঃ সর্বেষাং প্রিয়ো ভবতিঃ হেমন্তকালে দেব্যাঃ কালিকায়াঃ আরাধনা অনুষ্ঠিতা ভবতি, অধুনা প্রকৃতিঃ নিস্তব্ধা। হেমন্তকালঃ কবীনামপি প্রিয়ো ভবতিঃ। নবান্নোৎসবে সর্বে গ্রামিণঃ আনন্দিতাঃ ভবন্তি। শীতকালে সর্বত্রে প্রকৃতিঃ পুষ্পে শোভিতা ভবতি। অস্মিন্ সময়ে এব অনুষ্ঠিতো ভবতি সরস্বতীপূজা। উয়পোষাক পরিচ্ছদস্য প্রয়োজনং ভবতি। শীতকালে উৎসবস্য প্রাযুর্যম্। তথাপি প্রবলশৈত্যবশাত্ দরিদ্রাণাং কৃতে মহদ্ দুঃখকরম্ ইদম্। ঋতুষু বসন্তকালঃ শ্রেষ্ঠঃ। অস্মিন্ সময়ে এব অনুষ্ঠিতঃ ভবতি বসন্তোৎসবঃ । ঋতুরাজঃ বসন্তঃ সর্বেভ্যঃ নবজীবনং প্রযচ্ছতি ইতি নাস্তি কোভনি সন্দেহঃ। অতঃ কবিঃ বদতি –

'সর্বে নবা ইব ভান্তি মধুমাসে ইব দ্রুমাঃ।

ভারতে ঋতুবৈচিত্রের প্রভাবঃ ভূত্বা অপিঃ অদ্যতন সময়ে গ্রীষ্মঋতু প্রধানঃ ভবতি। ফলতঃ উষ্ণতা বধ্যতে। বারিধারাণা হ্রাসঃ ভবতি, তস্য কুপ্রভাবেন সর্বে জনাঃ সন্তপ্তাঃ গন্ডি।

দিপ্তি মন্ডল, তন্দ্রা মন্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ

বেদ

বেদঃ বিদ্ ধাতোঃ নিষ্পন্নঃ পরমজ্ঞানাত্মকঃ প্রত্যন্তাৎ অনুমানাৎ প্রাপ্তং জ্ঞানং পার্থিবজ্ঞাণম্। চক্ষুকর্ণনাসিকাদ্বয়ঃ চ লব্ধং জ্ঞানং পার্থিবজ্ঞানম্। আখ্যাং অতীন্দ্রিয়জ্ঞানং ন লভতে। মতঃ অতীন্দ্রিয়জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানং চ বয়ং কেবলং বেদেভ্যঃ প্রাপ্নুমঃ বেদাঃ পুরাণানি, রামায়ণং, মহাভারতং চ অস্মাকং দেশস্য সম্পদস্বরূপাঃ। পুরা বেদাধ্যয়নস্য অধিকারঃ সমাজে উচ্চবর্ণনাৎ। কিন্তু অধুনা বয়ং সর্ব বেদাধ্যয়নং কুর্মঃ। বেদঃ শ্রুতিঃ যৎ প্রাচীনকালে আচার্যাৎ শ্রুত্বা শ্রুত্বা শিষ্যঃ বেদংমুখস্থং করোতি স্ম। বেদস্য বিভিন্ন অংশেষু বয়ং যাগযজ্ঞাদিনাং জ্ঞানং প্রাপ্নুমঃ বেদঃ চত্বারঃ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ চ। ঋগ্বেদ পদ্যাত্মকঃ, যজুর্বেদ গদ্যাত্মকঃ, সামবেদ গীতিমূলকঃ। মহর্ষি ব্যাসঃ বেদং চতুর্ধা বিভক্তবান্ অতঃ স কৃষ্ণদ্বৈপানবেদব্যাসঃ নাম্না অভিহিতঃ। বেদাঃ দ্বিভাগে বিভক্তা - মন্ত্রাঃ ব্রাহ্মনঃ চ আপস্তম্ব সূত্রজাতীয় গ্রন্থে লিখতি স্ম মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ বেদনামধেয়ম্। মন্ত্রাংশে বিভিন্ন দেবতানাং মহিমাকীর্তনম্ অভীষ্টপুরণার্থং চ প্রার্থনা নিবেদনম্। ব্রাহ্মণাংশে দেবতার্থং যজ্ঞকর্মানুষ্ঠানানি। বেদাঃ হিন্দুনাম্ অতিপ্রাচীনগ্রন্থাঃ যেষাং বিষয় বৈচিত্র্যং ব্যাপ্তিঃ ভাবগভীরতা চ পাঠকা্ মোহয়ন্তি।

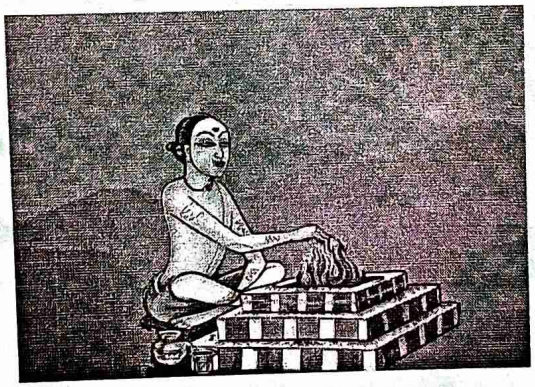

তনুশ্রী, দেবশ্রী
তৃতীয় বর্ষ

সুরসঙ্গীতম্

তৈঃ ভগবান্ এভিঃ ভাবৈঃ ন কল্পিতঃ। ভারতীয়াঃ তম্ অকল্পনীয়বর্ণগন্ধ স্বপ্নছন্দোভিঃ চিত্রিতবন্তঃ। তত্র তু সঙ্গীতং মনুষ্যকেন্দ্রিকং যন্ত্রসঙ্গীতেন। পরম্ অস্মাকং কণ্ঠসঙ্গীতেষু ভক্তিসংগীতং কীর্ত্তনং শ্রেষ্ঠম্। অস্মাকং বৈষ্ণবপদাবলী রসবৈকুণ্ঠে নৃত্যলোকে চ বিরাজতে। অপি চ প্রেমভক্ত্যাঃ অপ্রতিদ্বন্দিবহুরূপিদীপ্তিঃ ভাসতে।

বিশেষতঃ শ্রোতব্যম্ সুরসংগীতম্। কাব্যং তু শ্রব্যমেব পরং গানং তু কাব্যস্য অপি কাব্যম্। গানং তু গভীরশ্রুতিপথেন শ্রোতব্যম্। সারং যৎ বঙ্গবাসীনাং ভাবঘন হৃদয়স্বপ্নস্য আবেশস্য চ চিত্রপুষ্পেণ সমং সৌরভং সর্বদা নিবিড়ম্ আনন্দং প্রবিশতি।

– দোলন সরদার, নন্দিতা ঘোষ,
অনন্যা ভট্টাচার্য্য

মনুমতে রাজা

বৈদিক যুগস্য পশ্চাত্ সংস্কৃতভাষায়াং স্মৃতিশাস্ত্রানি রচিতানি মানব- ধর্ম শাস্ত্রে সনাতন হিন্দু ধর্মস্য মুলতব্যানি নিধিতানি; মনুপ্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণং সম্মানিতং চ, অস্য গ্রন্থস্য সপ্তমে অধ্যায়ে রাজ্যস্য রাজঃ চ আলোচনা কৃতা। অত্র রাজ্ঞঃ কর্তব্যকর্মানি, সৃষ্টি কারণং গুণাঃ প্রভূ তয়ঃ বিস্তৃতাঃ।

মনুমতে রাজা শাস্ত্রজ্ঞঃ, ক্ষত্রিয়ঃ প্রজানুরঞ্জকঃ চ। জগতি চরমারাজকতায়াং - বিশৃঙ্খলায়াং চ প্রবলভয়াত যদা দুর্বলাঃ ব্যাকুলাঃ তদা পরমেশ্বরঃ দুষ্টদমনায় শিষ্টপালনায় চ রাজানং সৃষ্টবান্। সর্বপালনকর্তা সঃ মহেশ্বরো ইন্দ্রস্য বীর্যং, বায়োঃ গতিং, যমস্য ন্যায়ং, সূর্থস্য তেজঃ, অগ্নেঃ দীপ্তিং, বরুণস্য সত্যং, চন্দ্রস্য স্নিগ্ধতাং কুবেরস্য চ ধর্মং নীত্বা সৃষ্টঃ। রাজ্ঞঃ তেজঃ ন সহিত্বা কোহপি তম্ অভিমুখীকর্তুং ন শক্নোতি। অতঃ সর্বে তস্য সমক্ষং নতমুখাঃ। বালোহপি রাজ ন অবমনন্তব্যঃ যতঃ সঃ - মনুষ্যরূপেন সাক্ষাত দেবতা। রাজ্ঞঃ অবজ্ঞা অধর্মঃ। তস্য প্রভাবঃ অসামান্যঃ কর্মবিধিঃ চ - অচিন্তনীয়ঃ। ঈশ্বরেণ সমঃ প্রয়োজনসিদ্ধার্থং নানারূপানি ধারয়তি। রাজা সর্বতেজোময়ঃ অতঃ কদাপি কেলাপি কারণেন তং প্রতি বিদ্বেষঃ ন পোষয়িতব্যঃ। অন্যথা প্রতিকুল নরঃ সবংশ ধ্বস্তঃ ভবিষ্যতি। রাজ্ঞঃ অনুগ্রহে বসতি লক্ষ্মীঃ। তস্মিন্ দয়াশীল প্রভা ঐশ্বর্যপ্রসুতা অন্যথা মৃত্যুঃ অবশ্যম্ভাবী। অতঃ শাস্ত্রসম্মতঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধঃ বা রাজা সোচব্য অন্যত্ সর্বম অনুচিতম।

বর্ণালী, বাসন্তী, মনীষা
তৃতীয় বর্ষ

RAMAKRISHNA SARADA MISSION